204142 - মুহররম মাসরে মর্যাদা

প্রশ্ন

মুহররম মাসরে ফযলিত কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা বশি্বজাহানরে প্রতপিালক আল্লাহ্র জন্য। আমাদরে নবী, সর্বশষে নবী, রাসূলদরে সর্দার মুহাম্মদ এর প্রতি, তাঁর পরবিার-পরজিন ও সাহাবায়ে করোম সকলরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। পর সমাচার:

মুহররম মাস একটি মহান মাস। বরকতময় মাস। এটি হজিরি সনরে প্রথম মাস। এটি নষিদ্ধি মাসসমূহরে একটি; যে মাসগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "নশ্চিয় আল্লাহর নকিট, লওহে মাহফুজে (বছরে) মাসরে সংখ্যা বারটি আসমানসমূহ ও পৃথবিী সৃষ্টরি দনি থকেে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানতি)। এটাই সরল বধিান। সুতরাং এগুলোতে তোমেরা নজিদেরে প্রতি জুলুম করো না।"[সূরা তওবা, আয়াত: ৩৬]

আবু বাকরা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য,ে "বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নষিদ্ধি)। চারটরি মধ্যে তনিটি ধারাবাহকি: যলিক্বদ, যলিহজ্জ ও মুহররম। আর হচ্ছে- মুদার গোত্ররে রজব মাস; যটো জুমাদা ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।"[সহহি বুখারী (২৯৫৮)]

মুহররম মাসকে এ নামে অভহিতি করা হয়ছেে এটি নষিদ্ধি মাস হওয়ার কারণে এবং এর নষিদ্ধি হওয়াকে জোরদার করার উদ্দশ্যে।

আল্লাহ্র বাণী: "সুতরাং এগুলোতে তোমেরা নজিদেরে প্রতি যুলুম করো না।" অর্থাৎ এ নষিদ্ধি মাসসমূহে। যহেতেু এ মাসসমূহে জুলুম করা অন্য মাসসমূহে করার চয়েে অধকি গুরুতর গুনাহ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে فلا تظلموا فيهن أنفسكم (অর্থ- সুতরাং এগুলোতে তোমেরা নজিদেরে প্রতি জুলুম করো না।) আয়াতরে তাফসরিে এসছে: সবমাসইে। এরপর সখোন থকেে চারটি মাসকে খাস করছেনে এবং সগেুলোকে নষিদ্ধি ঘোষণা করছেনে। সগেুলোর নষিদ্ধিতাকে গুরুতর করছেনে। সে মাসসমূহরে গুনাহকে মহা অপরাধ গণ্য করছেনে এবং সে মাসসমূহরে নকে কাজ ও সওয়াবকওে মহান করছেনে। فلا تظلموا فيهن أنفسكم (অর্থ- সুতরাং এগুলোতে তোমেরা নজিদেরে প্রতি জুলুম

করো না।) আয়াতরে তাফসরিে কাতাদা (রাঃ) বলনে: নশ্চিয় হারাম মাসসমূহে যুলুম করা অন্য মাসসমূহে যুলুম করার চয়েে অধকি মারাত্মক গুনাহ। যদওি যুলুম সবসময়ই মারাত্মক। কন্িতু, আল্লাহ্ তাআলা নজি ইচ্ছায় তাঁর কোন কোন নর্িদশেনাকে অতি মহান করে থাকনে। তনিি আরও বলনে: নশ্চিয় আল্লাহ্ তাঁর মাখলুকরে মধ্যে বশিষে কছিু মাখলুককে মনোনীত করছেনে: ফরেশেতাদরে মধ্য থকেে কছিু ফরেশেতাকে 'রাসূল বা দূত' হসিবেে মনোনীত করছেনে। মানুষরে মধ্য থকেওে কছিু মানুষকে 'রাসূল বা দূত' হসিবেে মনোনীত করছেনে। বাণীর মধ্য থকেে কছিু বাণীকে 'স্মরণকিা' হসিবেে মনোনীত করছেনে। জমনিরে মধ্য থকেে কছিু ভূমকিে 'মসজদি' হসিবেে মনোনীত করছেনে। মাসসমূহরে মধ্য থকেে রমযান 'মাস ও হারাম মাসসমূহ'কে মনোনীত করছেনে। দনিসমূহরে মধ্য থকেে 'জুমা'র দনিকে মনোনীত করছেনে। রাতসমূহরে মধ্য থকেে 'লাইলাতুল ক্বদর'কে মনোনীত করছেনে। সুতরাং আল্লাহ্ যা কছিুকে শ্রষ্ঠে করছেনে সগেুলোকে শ্রষ্ঠেত্বরে মর্যাদা দনি। কারণ বুঝবান ও জ্ঞানবান লোকদরে নকিট সাব্যস্ত য,ে আল্লাহ্ মর্যাদা দয়োর কারণইে বভিন্নি বষিয়কে মর্যাদা দয়ো হয়ে থাকে।[সূরা তাওবার ৩৬ নং আয়াতরে তাফসরি; তাফসরিে ইবনে কাছরি থকেে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

মুহররম মাসে অধকি রোযা রাখার ফযলিত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "রমযানরে পর সবচয়েে উত্তম রোযা হচ্ছ-ে আল্লাহর মাস 'মুহররম' এর রোযা।"[সহহি মুসলমি (১৯৮২)]

হাদসিরে বাণী: "আল্লাহ্র মাস": মাসকে আল্লাহ্র দকিে সম্বন্ধতি করা হয়ছেে মর্যাদা প্রকাশার্থে। আল-ক্বারি বলনে: বাহ্যকি অর্থ হচ্ছ-ে গোটা মুহররম মাস।

কন্িতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে তনিি রমযান ছাড়া কোন মাসইে গোটা মাসব্যাপী রোযা রাখনেনি। তাই হাদসিরে এ ব্যাখ্যা করতে হবে য,ে মুহররম মাসে বশেি রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে;ে কন্িতু গোটা মাসব্যাপী রোযা নয়।

আরও সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসে বশেি বশেি রোযা রাখতনে। খুব সম্ভব মুহররম মাসরে ফযলিত সম্পর্কে তাঁকে আগে ওহি পাঠানো পাঠানো হয়নি; তাঁর জীবনরে একবোরে শষে দকিে ওহি পাঠানো হয়ছে;ে এতে সে সয়িাম পালন সম্ভবপর হয়নি।[ইমাম নববীর 'শারহু সহহিি মুসলমি]

আল্লাহ্ তাআলা স্থান ও কালকে মনোনীত করনে:

আল-ইয্য বনি আব্দুস সালাম (রহঃ) বলনে: "স্থান-কালরে শ্রষ্ঠেত্ব দুই ধরণরে: দুনয়িাবী। অন্য প্রকার হল: দ্বীনি; অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা এই স্থান-কালরে মধ্যে আমলকারী বান্দাদরে সওয়াব বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তাদরে উপর তাঁর বদান্য ঢলেে দনে। যমেন- অন্য মাসসমূহরে উপর রমযান মাসরে শ্রষ্ঠেত্ব। অনুরূপভাবে আশুরার দনিরে শ্রষ্ঠেত্ব...। এগুলোর

শ্রষ্ঠেত্বরে কারণ হচ্ছে- এগুলোতে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র বদান্যতা ও দয়া...।"[ক্বাওয়ায়দেুল আহকাম (১/৩৮)]

আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিার-পরজিন ও সাহাবায়ে করোম সকলরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।